Stamford Flash

September - 2011

Volume:04 | Issue:06

- স্টামফোর্ডে জাতীয় শোক দিবস পালিত
- ফার্মেসি কাউন্সিলের প্রতিনিধি দলের স্টামফোর্ড পরিদর্শন
- রবীন্দ্র-ধারায় সিক্ত স্টামফোর্ড
- স্টামফোর্ডে ২০১১-২০১২ সালের বাজেট ঘোষণা

# স্টামফোর্ডে জাতীয় শোক দিবস পালিত

গত ১৫ আগস্ট, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর আয়োজনে এক আলোচনা সভা, দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই এক মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. এম. এ. হান্নান ফিরোজ বলেন, 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের সকল দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি একটি ভীরু, কাপুরুষ ও পিছিয়ে পড়া জাতিকে দুঃসাহসিক ও অগ্রসরমান জাতিতে পরিণত করেছেন। ধারাবাহিক সংগ্রামের ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন নাম ও অধ্যায়ের সূচনা করেছেন বঙ্গবন্ধু।'

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ বলেন, 'সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর শিশুদের প্রতি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ করে দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেম চেতনা এবং সামাজিক কর্মকান্ডে আমাদের সন্তানদেরকে সঠিক ভাবে উদ্বুদ্ধ না করতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।' স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এ. কে. এম. এনামুল হক শামীম বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ভাষণ বা গান নেই যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মত এত বেশি বার বাজানো হয়েছে। দেরিতে হলেও বর্তমানে এটি ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।'

অনুষ্ঠানের সভাপতি স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. মজিবুর রহমান বলেন, 'সর্বকালের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে কাজ করতে হবে।' এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কে মওদুদ ইলাহী, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ড. এম মজিবুর রহমান, প্রক্টর এম. এম. এ. সিকদার প্রমুখ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যগণ, বিভাগীয় প্রধানগণ, ডেপুটি রেজিস্ট্রারবৃন্দ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

# এসডিএফ-এর আয়োজন ও সাফল্য

গত ২৪ জুলাই, ২০১১ স্টামফোর্ড ডিবেট ফোরাম আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী ৭ম স্টামফোর্ড আন্তঃবিভাগীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। প্রতিযোগিতায় ৯ টি বিভাগ থেকে ইংরেজি বিতর্কে ১৩ টি এবং বাংলা বিতর্কে ২৩ টি দল এবং প্রায় শতাধিক বিতার্কিক অংশগ্রহণ করে। বাংলা বিতর্কে ফাইনালের বিষয় ছিল '*সংবিধানের বর্তমান চার মূলনীতি আমাদের চেতনারই প্রতিফলন*'। এতে সরকারি দলে ফার্মেসি বিভাগ এবং বিরোধী দলে বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ মুখোমুখি হয়। বিতর্কটিতে ফার্মেসি বিভাগের লুতফুল আমিন, কাজী মো: হামীম এবং আইরিন পারভীন'র দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। রানার আপ দলে ছিলেন বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের সাবরিনা নূর সেজুতি, পিয়াস আহমেদ এবং হাসিবুর রহমান অনিক। ইংরেজি বিতর্কে ফার্মেসি বিভাগের লুতফুল আমিন, ইফতেখার আলম এবং আইরিন পারভীন'র দল চ্যাম্পিয়ন এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নাজমুল হোসেন দীপু, খান মওদুদ আহমেদ ও শেখ মো: শামীম রেজার দল রানার আপ হয়। বাংলা ও ইংরেজি বিতর্কে ডিবেটার অব দ্য টুর্নামেন্ট এবং ফাইনালের বেস্ট স্পিকার নির্বাচিত হন ফার্মেসি বিভাগের লুতফুল আমিন। এছাড়া তিনি পাবলিক স্পিকিং-এর চ্যাম্পিয়ন ট্রফিটিও ছিনিয়ে নেন। বাংলা বারোয়ারী বিতর্কে চ্যাম্পিয়ন হন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নাজমুল হোসাইন দীপু। এছাড়া নবাগত তিন শ্রেষ্ঠ বিতার্কিককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য নূর-এ আলম সিদ্দিকী, ইউনিভার্সিটির প্রক্টর এম.এ. সিকদার, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকসহ স্টামফোর্ড ডিবেট ফোরামের কো-অর্ডিনেটর মাহবুবুর রহমান ও সদস্যগণ। অতিথিবৃন্দের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের পর বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

শুভ্র প্রামানিক, সভাপতি, এসডিএফ

দৃষ্টি চট্টগ্রাম আয়োজিত রবি জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে স্টামফোর্ড ডিবেট ফোরাম (এসডিএফ)। এসডিএফ-এর দলের সদস্যরা ছিলেন রাইসুল হক চৌধুরী, শুভ্র কুমার প্রামানিক ও লুতফুল আমিন। শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ১ম রাউন্ডে এসডিএফ-এর বিতার্কিকরা মুখোমুখি হয় ইস্পাহানী কলেজ চট্টগ্রাম ও ইউ এস টিসি-এর সাথে। দুটি বিতর্কেই জয়লাভ করে স্টামফোর্ড এবং শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন যথাক্রমে রাইসুল হক চৌধুরী ও লুতফুল আমিন। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ী হয় এসডিএফ-এর বিতার্কিকরা। এতে শ্রেষ্ঠ বক্তা হয় রাইসুল হক চৌধুরী। পরবর্তীতে সেমিফাইনাল বিতর্কে এসডিএফ জয়লাভ করে ইস্পাহানী কলেজ চট্টগ্রাম-এর বিপক্ষে। এ বিতর্কে শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন রাইসুল হক চৌধুরী। ফাইনাল বিতর্কে এসডিএফ-এর মুখোমুখি হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। গত ৯ জুলাই, ২০১১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আফসারুল আমিনের কাছ থেকে রানার আপ ট্রফি গ্রহণ করে এসডিএফ।

## শোক সংবাদ

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর রেজিস্ট্রার মেজর জেনারেল (অবঃ) এস এম ইকরামুল হকের স্ত্রী তাবাস্ত্তা ইকরাম গত ১৫ জুলাই, ২০১১ সকাল ৮ টায় ঢাকা সিএমএইচ-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ---- রাজিউন)। তিনি একপুত্র, এক কন্যা, আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তাঁর এই মৃত্যুতে স্টামফোর্ড পরিবার শোকাহত। মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি স্টামফোর্ড গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

## সিনিয়র ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি

গত ১ জুলাই, ২০১১ থেকে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সাত কর্মকর্তাকে সিনিয়র ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ওবায়েদুর রহমান (HOD, CCPC), জহিরুল হক খান (Director, Finance/ Accounts), মোঃ সেলিম হোসেন (HOD, Admission), আনিসুর রহমান (HOD, IT), মুহাম্মদ আব্দুল মতিন (Coordinator, HRD), মোহা. জাফর ইকবাল (HOD, SSW), মোঃ ফারুক কবির উদ্দিন (Sr. Deputy Registrar, Registrar's Office) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

# বিবিএ প্রোগ্রামের ওরিয়েন্টেশন

গত ১৪ জুলাই, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ধানমন্ডিস্থ বি ব্লকে বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের বিবিএ প্রোগ্রামের ৪৫ ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিবিএ প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. জিন্নাত আরা বেগম। এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন ব্যবসা বিভাগের বিভিন্ন শাখার প্রধানগণ। শিক্ষকবৃন্দের সাথে পরিচয় পর্ব শেষে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর শিক্ষা ও শিক্ষার্থী বিষয়ক নিয়মকানুনের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। এর উপর ভিত্তি করে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ৩ ক্রেডিটের মধ্যে ফ্রেশমেন ওরিয়েন্টেশনের ০.৫ ক্রেডিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শেষে স্টামফোর্ডের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন-এর মধ্যদিয়ে ফ্রেশমেন ওরিয়েন্টেশন পর্বটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাজমুল হক। এছাড়া একই ব্যাচের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন গত ২৮ জুলাই, ২০১১ সিদ্ধেশ্বরীস্থ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

# ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম

গত ১৮ জুন, ২০১১ হতে ২৫ জুন, ২০১১, সেন্টার ফর এক্সেলেন্স-এর (CFE) উদ্যোগে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ধানমন্ডিস্থ স্টামফোর্ড সেন্টার-এ বিভিন্ন বিভাগে নবনিযুক্ত ২৬ জন শিক্ষকের জন্য অনুষ্ঠিত হল ৭ দিনব্যাপী ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। উদ্বোধনী বক্তব্যে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স-এর অ্যাডভাইজর এবং ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ারুল হক বলেন, "প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে ক্লাসে শিক্ষাদান শুরু করার আগে শিক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ক বেশ কিছু বিষয়ে শিক্ষকদের ধারণা রাখা অতি প্রয়োজনীয়।" সে উদ্দেশ্যেই সপ্তাহব্যাপি আয়োজিত এই কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রশিক্ষকবৃন্দ ঐ বিষয়গুলির উপর আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। এছাড়া প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে শিক্ষাদান বিষয়ক একটি পাঠের উপর মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা করতে হয়। ৭ দিনের এই প্রোগ্রামে ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. মজিবুর রহমান, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কে. মউদুদ ইলাহী, স্থাপত্য-বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর আলী নকী, আইন বিভাগের প্রফেসর ড: সলিমুল্লাহ খান, ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর তাহমিনা আহমেদসহ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলি তাদের জ্ঞান ও কর্মকুশলতা অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের সাথে বিনিময় করেন। শিক্ষকদের ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্রে সহায়ক হবে এরকম নানা বিষয়ে তারা ধারণা দেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ এবং এ. কে. এম. এনামুল হক শামীম। তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান এবং তাদের ভবিষ্যত শিক্ষাদান কার্যক্রমে এখানে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগানোর উপর জোর দেন। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মান উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করার প্রচেষ্টায় অবদান রাখবেন।

# ফার্মেসি কাউন্সিলের প্রতিনিধি দলের স্টামফোর্ড পরিদর্শন

বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের এক্রিডিটেশন ও এডুকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ গত ২৭ জুন, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ফার্মেসি বিভাগ পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের সহ-সভাপতি সুভাষ সিংহ রায়-এর নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলটি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান-এর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। এসময় বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য নূর-এ-আলম সিদ্দিকী, ইউনিভার্সিটির অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ড. মজিবুর রহমান, ফার্মেসি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুল গনিসহ বিভাগের শিক্ষকমন্ডলী উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় প্রধান পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে স্টামফোর্ডের ফার্মেসি বিভাগের যাবতীয় তথ্য অবগত করেন এবং পুস্তকাকারে তাদের কাছে পেশ করেন। এরপর ফার্মেসি কাউন্সিলের সদস্যদের বিভাগের পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসহ বিভিন্ন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেন বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ। সবশেষে প্রতিনিধি দলটি ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি এবং ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন।

# রবীন্দ্র-ধারায় সিক্ত স্টামফোর্ড

অঝোর বৃষ্টির হিমেল ছোঁয়ায় প্রাণ জেগেছে সবুজাভ প্রান্তরে। আষাঢ় মাসের এমনি এক উতলা প্রহরে রবীন্দ্র আমেজের শ্রাবন-ধারায় সিক্ত হয়েছে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৩ জুলাই, ২০১১ কবির অমূল্য সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটির সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাস অডিটরিয়ামে ইংরেজি বিভাগের স্ট্রে বার্ডের আয়োজন 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূণ্য করো' এই আহবানে নাচের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান। তিনি তার বক্তব্যে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মনন বিকাশের সহায়ক কর্মকান্ডে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির আগ্রহ ও সফল উদ্যোগের কথা গর্বের সাথে স্মরণ করেন। এছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমূল্য সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এ. কে. এম. এনামুল হক শামীম ও নূর-এ আলম সিদ্দিকী, ইংরেজি বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. আনোয়ারুল হক, প্রফেসর তাহমিনা আহমেদ, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ড. মজিবুর রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম *Translating Tagore* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যার শুরুটা হয়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসুস্থতায় অবসরযাপনকালীন হালকা অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে। এছাড়া তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন অনুবাদকের রবীন্দ্র রচনার অনুবাদ কর্মের বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং বিশ্বকবির রচনায় কালজয়ী ক্ষমতাকে কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের গানের ওপর স্টামফোর্ডের শিক্ষক সায়মা আরজু ও শম্পা ইফতেখার, শেষের কবিতার উপর আলীয়া তামজিদা এবং কবিগুরুর নারী চরিত্রের উপর তাসিক মুনিম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাচ-গান আর কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এতে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা গান, নাচ ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে। সবশেষে লাবন্য-অমিত, মৃন্ময়ী, হৈমন্তি, নন্দিনী প্রমুখ চরিত্রগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রফেসর তাহমিনা আহমেদ এবং স্ট্রেবার্ড-এর চীফ কো অর্ডিনেটর তাহসীনা ইয়াসমীনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলীয়া তামজিদা, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ

# স্টামফোর্ডে ২০১১-২০১২ সালের বাজেট ঘোষণা

গত ২৮ জুন, ২০১১ স্টামফোর্ড সেন্টারের কনফারেন্স রুমে ইউনিভার্সিটির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমান ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন। বাজেটে শিক্ষার মানোন্নয়ন, উচ্চতর গবেষণা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও তথ্য প্রযুক্তিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাখাতের সার্বিক উন্নয়নের দিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্টামফোর্ড বোর্ড অব ট্রাস্টি-এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. এম. এ. হান্নান ফিরোজের সভাপতিত্বে বোর্ডের সভায় স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ২০১১-২০১২ সালের বাজেট অনুমোদন দেওয়া হয়।

উক্ত বাজেট বোর্ডের সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ, এ. কে. এম. এনামুল হক শামীম, জাকির হোসেন মুন্সী, তাহমিনা খাতুন এবং ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. মজিবুর রহমানসহ আরো অনেকে।

■ **Editorial Consultant:** Md. Salim Hossain ■ **Editorial Panel:** Shakira Parvin, Supa Sadia, Runa Laila ■ **Graphics Designer:** Wahid Murad Rassel & Shuvabrata Sarker
■ **Photography & Published By:** Public Relations Division, Stamford University Bangladesh ■ **Printed At.:** Stamford University Press, 51 Siddeswari Road, Dhaka